দেশ-বিদেশের বিচিত্র আলাপন-৫

খন্দকার জাহিদ হাসান

(ঝ) 'বলে কি মেয়েটা!'

স্থানঃ মিন্টোস্থ এক হেয়ারড্রেসিং সেলুন।
দিনঃ শনিবার
সময়ঃ বেলা একটার পর
অজ্বি পাত্রঃ চার্ল্‌স্‌ ব্রাউন
বাংলাদেশী পাত্রীঃ নাসিমা আখতার।

[প্রেক্ষাপটঃ *নাসিমা তার সেলুনে কাজ করছিলেন। হঠাৎ ক'রেই সেখানে হাজির হলেন সেই পুরোনো দিনের পারিবারিক বন্ধু ও এক সময়ের পড়শী রীতিপূর্ণ চাকমা, তাঁর স্ত্রী করুণা চাকমা ও তাঁদের একমাত্র ছেলে ললিত চাকমা। উনারা থাকতেন নর্থ সিডনীতে, কিন্তু কি এক বিশেষ কাজে মিন্টোতে এসেছিলেন। কাজ শেষে ঢুঁ মারলেন নাসিমার সেলুনে— উদ্দেশ্যঃ চুল-কাটাসহ অন্যান্য কেশ-পরিচর্যা। তবে পুরোনো দিনের পড়শীর সাথে দেখা করাটাই ছিলো তাঁদের মূল উদ্দেশ্য। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিগত কালের স্মৃতি রোমন্থনে কুশল-বিনিময়, হাসি-ঠাট্টা আর গল্প-গুজবে বেশ কিছুটা হাল্‌কা সময় কেটে গেল সকলের। হেয়ারড্রেসিং সেলুনে অপেক্ষমান পুরোনো খদ্দেরদের মধ্যে ছিলেন অশীতিপর শ্বেতাংগ অজ্বি ভদ্রলোক মিঃ চার্ল্‌স্‌ ব্রাউন। যা-হোক, চাকমা পরিবারটি বিদায় নিতেই চট্‌ করে চেয়ারে বসে পড়লেন মিঃ ব্রাউন। বৃদ্ধ হলেও বেশ আমুদে প্রকৃতির ছিলেন তিনি। চুল কাটানোর ফাঁকে নাসিমার সাথে খোশ-গল্পে মশ্‌গুল হোয়ে গেলেন মিঃ চার্ল্‌স্‌ ব্রাউন।*]

মিঃ ব্রাউনঃ কেমন রয়েছো গো মেয়ে? ভালো তো?

নাসিমাঃ ভালো না থেকে উপায় কি! আপনি ভালো আছেন?

মিঃ ব্রাউনঃ হ্যাঁ, তা আর বলতে!....ইয়ে, চুল খুব ছোটো করে কাটবে কিন্তু। যা গরম পড়েছে এবার, জানটা বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়! বড়ো চুলে কষ্ট আরও বেশী।

নাসিমাঃ একেবারে ন্যাড়া হলেই তো পারেন, বহুদিন আর এ-মুখো হওয়ার ঝামেলা থাকবে না তাহলে!

মিঃ ব্রাউনঃ বলিহারী বুদ্ধি তোমার! মনে হচ্ছে, এ-মুখো না হলেই খুশী হও তুমি? একটু গল্প করতে আসি তোমার এখানে। আর তা ছাড়া সস্তায় বেশ ভালোই কাজ করো তুমি। তাই আসা। ঠিক আছে, এরপর না হয় অন্য কোনো জায়গা খুঁজে নেবো!

নাসিমাঃ না-না, তা করবেন কেন? নিছক রসিকতা করলাম। কিছু মনে করবেন না।

মিঃ ব্রাউনঃ (ফোক্‌লা দাঁতে হাসতে হাসতে) জানি গো জানি।.....আচ্ছা, এখন একটা কথা বলি তোমাকে।

নাসিমাঃ বলুন।

মিঃ ব্রাউনঃ দ্যাখো মেয়ে, এ্যাদ্দিন কখনো আমায় বলোনি তো যে, তুমি এতগুলো ভাষায় কথা বলতে পারো! গুণী মেয়ে বটে!

নাসিমাঃ কই না, খুব বেশি ভাষা জানি না তো আমি!

মিঃ ব্রাউনঃ থাক, আর বিনয় করতে হবে না! ইংরেজীর কথা না হয় বাদ-ই দিলাম। কিন্তু একজন ইন্ডিয়ান হোয়েও এত সুন্দর চীনে ভাষা শিখলে কোথায়, বলোতো?

নাসিমাঃ আমি ইন্ডিয়ান নই, বাংলাদেশী।

মিঃ ব্রাউনঃ ঐ এক-ই কথা, যার নাম লাউ, তার নাম-ই কদু! সে কথা থাক, তার আগে বলো, চীনে ভাষাটা বাগালে কিভাবে?

নাসিমাঃ আমি কোনো চীনে ভাষা জানি নাতো!

মিঃ ব্রাউনঃ (ভাবতে ভাবতে হঠাৎ যেন নিজের মনেই জবাবটা পেয়ে গেলেন)....ও...এতক্ষণে বুঝেছি! কি বোকা আমি, দ্যাখো দেখি! কে বলেছে তুমি চীনে ভাষা জানো? আসলে ঐ চীনেগুলোই তোমাদের ইন্ডিয়ান ভাষা শিখে নিয়েছে তা হলে। চীনেরা পারেও বাবা! এমনি কি আর ওরা দুনিয়া চষে খাচ্ছে?

নাসিমাঃ (বিস্মিতকণ্ঠে) আপনি কাদের কথা বলছেন, বলুনতো?

মিঃ ব্রাউনঃ কাদের কথা আবার, ঐ যে এতক্ষণ আমাকে বসিয়ে রেখে খুব রং-তামাসা করলে যাদের সাথে?

নাসিমাঃ আপনি একটা গাধা! ওরা চীনে হতে যাবেন কোন্ দূঃখে? ওরা হলেন আমাদের বাংলাদেশের এক পাহাড়ী উপজাতির লোক। ওদেরকে 'চাকমা' বলে।

[নাসিমার কথা শুনে মিঃ চার্ল্‌স্ ব্রাউন একদম বেকুব বনে গেলেন, ''আরে, বলে কি মেয়েটা!'' অবিশ্বাসী চোখে তিনি নাসিমার দিকে চেয়ে রইলেন। আর বিরাট আকারের একটা অস্ট্রেলিয়ান মাছি মিঃ ব্রাউনের মুখের কাছে ভন্‌ভন্ করে ঘুরতে থাকলো।] *(জীবন থেকে নেয়া বাস্তব ঘটনার উপর ভিত্তি করে রচিত।)*

(ঞ) 'গরীব তাই মোটা'

স্থানঃ **সিড্‌নীর অলিম্পিক পার্ক**
সময়ঃ **বিকেল পাঁচটা**
প্রথম পাত্রঃ **বাংলাদেশের এক গরীব মানুষ ফজল**
দ্বিতীয় পাত্রঃ **অস্ট্রেলিয়ার গরীব পিটার।**

[**প্রেক্ষাপটঃ** *২০১০ সালের জুন মাসে সিডনীর অলিম্পিক পার্কে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিন-ব্যাপী 'আন্তর্জাতিক গরীব সম্মেলন'। সম্মেলনশেষে র‍্যান্‌ডম সিলেকশনের মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত গরীব মানুষদের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা হলো। বাংলাদেশ থেকে আগত গরীব মানুষ ফজলের ভাগ্যে পড়লো অস্ট্রেলিয়ার গরীব জনৈক পিটারের সাক্ষাতলাভ। নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে পেতে দু'জনের কারুর-ই কোনো অসুবিধা হলো না। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশীর্বাদে অনূবাদক যন্ত্রের মাধ্যমে দু'জনের কানেই প্রতিপক্ষের বাক্য সরাসরি অনূদিত হোয়ে পৌঁছাতে থাকলো। কিন্তু তারপরও কিছু সমস্যা রয়েই গেল।*

নীচের বাক্যালাপ থেকেই সেই কথিত সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণালাভ করা যাবে। এখানে উল্লেখ্য যে, এই আলাপনে ফজল বাংলাভাষার একটি বিশেষ কথ্যরূপ ব্যবহার করেছিলো এবং যন্ত্রের গুণে সে নিজেও পিটারের কথার অনুবাদ শুনতে পেয়েছিলো সেই এক-ই ধরণের কথ্য বাচনভংগীতে।]

ফজলঃ ছার, আমার একখান কতা আছিলো।

পিটারঃ কি কতা কইয়া ফালান।

ফজলঃ আইচ্ছা, শাদা চাম্‌ড়ার এক গরীব মাইন্‌ষের ঠিক অহন ঠিক এইহানে আসনের কতা আছিলো। আপনে কি হেই ব্যাপারে কিছু কইতে পারেন?

পিটারঃ আমিও তো কালা চাম্‌ড়ার এক গরীব আদমীরে খুঁজতাছি। হের নাম হইলো ফাজেল।

ফজলঃ মুনে হয় আপনে আমার কতাই কইতাছেন। তয় আমার নাম কিন্তুক ফাজেলও না, কামেলও না। আমার নাম হইলো গিয়া ফজল।

পিটারঃ ঐ এক-ই কতা। তুমি যারে খুঁজতাছো, হের নাম কি?

ফজলঃ হের নাম 'পিটানি' কি 'শিটানি'— এই কিসিমের নাম।

পিটারঃ আরে ধ্যুৎ, পিটানি না, আমার নাম পিটার। আমার লগেই তুমার মুলাকাত হওনের কতা।

ফজলঃ দূর মিঞা, আমার লগে মশ্‌করা করেন ক্যা? পিটানি হইলো আমার লাহান হ্যাংলা-পাতলা একখান গরীব মিশ্‌কিন।

পিটারঃ কইলাম তো আমি পিটানি না, আমার নাম পিটার। আমিই হইলাম হেই গরীব বান্দা, যারে তুমি খুঁজতাছো।

ফজলঃ হে তো বুজলাম। কিন্তুক তুমি এত মুটা ক্যান্‌?

পিটারঃ ক্যান্‌ আবার, আমি গরীব না? ভালা ভালা খাদ্য-খাবার কিননের পয়সা কি আর আমার আছেরে ভাই? শাক-সব্জী, ফল-পাকুড়ের যা দাম! হেইগুলান হইলো বড়োলোকগো খোরাক। আমি হইলাম গিয়া গরীব মানুষ। সস্তার মইদ্যে যা পাই, তা-ই খাই।

ফজলঃ কুন্‌ কিসিমের খানা সস্তা তুমাগো দ্যাশে?

পিটারঃ এই ধরো গিয়া, আমিষের মইদ্যে গোশ্‌, আর যতো সব তেলুক কিসিমের খানা। এগুলান্‌রে 'জাঙ্ক ফুড্‌' কয়। এইগুলান খাইয়া কি আর শরীল্‌ ঠিক রাখন যায়? তার উপর ধরো ডায়াবেটিস্‌, বেলাড-পেরশার তো রইছেই। গরীব হইলে যা হয়!

ফজলঃ দ্যাখ্‌ পিটানি, আমার লগে বেশী রং-তামাশা করলে ধইরা পিটানি দিমু! ডায়াবেটিস্‌, বেলাড-পেরশার হেইগুলান কি গরীব মাইন্‌ষের ব্যারাম নাকি, অ্যাঁ? হেইগুলান তো বড়োলোকের ব্যারাম!

পিটারঃ আরে ব্যাটা ফাজেল, তুই তো দেখি আসলেই একটা ফাজিল! আমারে ধমক দিলে তোরে এক্কেরে কাঁচা চাবায়া খামু!

ফজলঃ হেই হালার পো, তুই থামবি?

পিটারঃ ওই হারামখোর, তুই গেলি!! না, কুত্তা ডাকুম?

ফজলঃ এহ্.....দুই পয়সার গরীবের পুতানি আবার কুত্তার ডর দেহায়!! [তাদের দু'জনের হট্টগোল শুনে পুলিশ এসে হাজির হলো।]

(বাস্তবতা ও কল্পনার সংমিশ্রণে রচিত।)

খন্দকার জাহিদ হাসান, সিডনী, ০৭/০৮/২০০৬